আজকের কাগজ

তারিখ 04 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

175

শিক্ষা ও জনসংখ্যার সামগ্রিক চিত্র

অর্জিত সাফল্যের অনেকটাই সংখ্যা তত্ত্বের গোঁজামিল

আসাদুজ্জামান ঃ প্রাথমিক শিক্ষা ও জনসংখ্যা ক্ষেত্রে সরকারের প্রচারিত অগ্রগতির চিত্র অনেকটাই সংখ্যাতত্ত্বের ভোজবাজি। বিশেষজ্ঞরা এই ধরনের চর্চাকে সংখ্যাতত্ত্বের স্বৈরাচারী ব্যবহার বলে অভিহিত করেছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন, একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি বাংলাদেশ, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯৪, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির বাংলাদেশ কাউন্ট্রি পেপারে প্রদত্ত তথ্য অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানা যায়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক টাস্ক ফোর্স ১৬ জনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিলো। প্রতিবেদনে বলা হয়, অতীতে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বয়স্ক শিক্ষা ও গণশিক্ষাকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

অতীতে প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করায় কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। মূলত প্রয়োজন ভিত্তিক নীতির অভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা মার খেয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৭৪ সালে জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষার হার ছিলো ২০ দশমিক ২ শতাংশ। ১৯৮১ সালে ছিলো ১৯ দশমিক ৭ শতাংশ। প্রতিবেদনে ১৫ বছরের উর্ধ্বে শিক্ষার হার তুলে ধরে বলা হয়েছে, ১৯৭৪ সালে ছিলো ২৫ দশমিক ৮ শতাংশ। ১৯৮১ সালে ছিলো ২৯ দশমিক ২ শতাংশ। ১৯৯১ সালে ছিলো ৩৩ দশমিক ৮ শতাংশ।

বাংলাদেশ অক্ষর জ্ঞানহীন লোকসংখ্যার দিক দিয়ে চতুর্থ। বিশ্বের অক্ষর জ্ঞানহীন লোকের ৪ দশমিক ৪ শতাংশ বাংলাদেশে বসবাস করে। টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৮০ সালে সরকার যে উচ্চাশা নিয়ে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করলেও বিরাজমান পরিস্থিতিতে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। এর প্রধান কারণ হলো শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রণো দনার অভাব, কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রতিশ্রুতির অভাব, শিক্ষার অকার্যকর পদ্ধতি, কর্মসূচির সংগঠন সম্পর্কে ভুল পদ্ধতি, এনজিওদের কম উপস্থিতির ফলে কর্মসূচি মার খায়। অবশ্য টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদনে এশিয়া উইকের প্রতিবেদন তুলে ধরে বলা হয়েছে, ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ। পাকিস্তানে ৩৫ শতাংশ। ভূটানে ৩৮ শতাংশ।

মানব উন্নয়ন ১৯৯৪- তে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে জীবন আয়ু ৫২ দশমিক ২ বছর। বয়স্ক শিক্ষার হার ৩৬ দশমিক ৬ শতাংশ।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির১৯৯৪ সালের বাংলাদেশ কাউন্ট্রি পেপারে বলা হয়েছে, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের বয়স্ক শিক্ষার হার ছিলো ২৫ দশমিক ৮ শতাংশ। ১৯৮১ সালে ছিলো ২৯ দশমিক ২ শতাংশ। ১৯৯১ সালে ছিলো ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ। ১৯৮১ সালে গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষার হার ছিলো ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষের ক্ষেত্রে ৩৫ দশমিক ৪ শতাংশ। নারিদের ক্ষেত্রে ১৫ দশমিক ৩ শতাংশ। শহর এলাকায় সামগ্রিক শিক্ষার হার ছিলো ৪৮ দশমিক ১ শতাংশ। পুরুষদের অংশ ৫৮ শতাংশ মেয়েদের অংশ ৩৪ দশমিক ১ শতাংশ। ১৯৯১ সালে জাতীয় ভিত্তিতে স্বাক্ষরতার হার ছিলো ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে ছিলো ৩০ দশমিক ৪ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ৪২ দশমিক ১ শতাংশ। নারী ২০ শতাংশ। শহরাঞ্চলে ছিলো ৬২ দশমিক ৩ শতাংশ। পুরুষদের সংখ্যা ৭২ দশমিক ৭ শতাংশ। নারিদের সংখ্যা ৫২ দশমিক ৫ শতাংশ। একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি বাংলাদেশ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো ২ দশমিক ২৬ শতাংশ। ১৯৭১ সালে ছিলো ২ দশমিক ৪৮ শতাংশ। ১৯৮১ সালে ছিলো ২ দশমিক ৩৫ শতাংশ। ১৯৯১ সালে ছিলো ২ দশমিক ০৩ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ,জনগণের ক্ষীণবুদ্ধির জন্যে জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এ তথ্য সঠিক নয়। এ ধারণা ভুল। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বাড়ছে না কারণ জন্মহার বাড়ছে না। শতাব্দী ধরে ক্রমান্বয়ে জন্মহার কমেছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেড়েছে মৃত্যুহার কমার কারণে।